আজকের কাগজ

তারিখ 05 JAN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

সাদা প্যানেলে স্বাধীনতাবিরোধীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

- *সাদার সভাপতি পদপ্রার্থী পরীক্ষা কেলেংকারিতে সিন্ডিকেটের সাজাপ্রাপ্ত*
- *গোলাপী ও নীলের সমর্থকরা সমন্বিতভাবে ভোট দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে*

মোস্তাক হোসেন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আসন্ন নির্বাচনে সাদা প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। সাদা প্যানেলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ প্রায় ৭ জন প্রার্থী জামাত ও স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সমর্থক হিসেবে পরিচিত। সাদা প্যানেলের প্রচারপত্র ও বক্তব্য বিবৃতিতে স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্পর্কে একেবারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে। অন্যদিকে প্রগতিশীলদের ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্যানেল হিসেবে পরিচিত গোলাপী ও নীল প্যানেলের প্রচারপত্র এবং বক্তব্য বিবৃতিতে স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং স্বাধীনতাবিরোধী জামাত শিবিরকে প্রতিহত করার মধ্য দিয়ে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। শিক্ষক সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, সাদার প্রচারপত্রে জাতীয় সমস্যাগুলোকে একেবারেই উপেক্ষা করে শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিভিন্ন অমূলক আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এদিকে সাদার সভাপতি পদপ্রার্থী ডঃ কে, এম, মহসীন ১৯৭৬ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ পাস ও সার্বসিডিয়ারী পরীক্ষা কেলেংকারিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত বলে সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে ডঃ কে, এম, মহসীনকে ৭/৮/৮৯ তারিখে সিন্ডিকেটের রেজুলেশন নম্বর ৩২ অনুযায়ী তৎকালীন উপাচার্য কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস বিষয়ে বি, এ (পাস) পরীক্ষা সংক্রান্ত সব রকম কার্যক্রম থেকে দু'বছরের জন্যে বিরত রাখা হয়। এ কারণেও ডঃ কে, এম, মহসীন সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলে জানা গেছে। সাদার একজন সদস্য পদপ্রার্থী ডঃ এরশাদুল বারীও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের পরীক্ষা কেলেংকারির জন্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক '৮৮ সালে দু'বছরের জন্যে সাজা পেয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, সরকার সমর্থিত সাদার সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে গোলাপী ও নীল প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্য থেকে সমন্বিতভাবে বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। গোলাপী ও নীল প্যানেলের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক ভোট বাধার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকদের অধিকাংশই এ দুই প্যানেলের মধ্য থেকে সমন্বিতভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে আভাষ পাওয়া গেছে। সমন্বিত ভাবে বিজয়ের লক্ষ্যে গোলাপী ও নীলদের সমর্থকদের মধ্যে গোপন মেরুকরণ চলছে বলে জানা গেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে সমন্বিতভাবে ভোট দিলে নীল সমর্থিত প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী ডঃ জহুরুল হক এবং গোলাপী সমর্থিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সৈয়দ আবুল কালাম আজাদের বিজয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। আগামী ৭ জানুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।